সংবাদ

0 014

তারিখ ... 28.11.85 ...
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 7 ...

ঢাকা : বুধবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯১

সাদত কলেজ ॥ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই ॥ শিক্ষকের বহু পদ শূন্য

টাঙ্গাইল, ২৬শে নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।--শিক্ষকের অভাব, শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা, ছাত্র-ছাত্রী নিবাসে স্থানাভাব, প্রয়োজনীয় বইপত্রের অপ্রতুলতা এবং বিজ্ঞানাগারে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির স্বল্পতার কারণে দেশের অন্যতম বৃহৎ মহাবিদ্যালয় করটিয়া সরকারী সাদত কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অসুবিধা চরম আকার ধারণ করেছে।

বর্তমানে এ কলেজে অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। ৬টি অধ্যাপক পদের মধ্যে ৫টিই শূন্য দীর্ঘ দিন যাবৎ। ১৬টি সহযোগী অধ্যাপক পদের মধ্যে ৯টিই শূন্য। সবমিলে ৯৬টি শিক্ষক-প্রদর্শক পদের মধ্যে ৩১টি পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরই সব চাইতে বেশী অসুবিধার শিকার হতে হচ্ছে।

সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থার শিকার হয়েছে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা। এই বিভাগে একজন অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক, দুইজন সহকারী অধ্যাপক ও তিনজন প্রভাষক অর্থাৎ ৭টি পদের মধ্যে একজন সহকারী অধ্যাপক এবং একজন প্রভাষক রয়েছেন। বাকী পাঁচটি পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। এই দু'জন শিক্ষকের মধ্যেও একজন মাঝে মাঝেই অনুপস্থিত থাকেন। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক পাস এবং সম্মানের সকল শ্রেণীতেই এই দু'জন শিক্ষককে ক্লাস নিতে হয়। বেশী চাপ পড়ায় তাদের পক্ষে বেশী ক্লাস নেয়া সম্ভব না হওয়ায়, বিশেষ করে সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দুরবস্থা চরমে উঠেছে। এ অবস্থায় এ বিভাগে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রাণিবিদ্যা বিভাগে দু'জন প্রদর্শকের মধ্যে একটি পদ শূন্য রয়েছে। এ বিভাগের ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় ব্যবহারিক ক্লাসও ব্যাহত হচ্ছে। প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে সম্মান শ্রেণী কার্যত বন্ধ হয়ে যাবার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

সরকারী সাদত কলেজে বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা এবং হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু আছে। এই ছ'টি বিষয়ে একটি করে মোট ছ'টি অধ্যাপক পদ রয়েছে। অধ্যাপক আছেন কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে। বাকী পাচটি বিষয়ে অধ্যাপক পদ শূন্য। কেবলমাত্র শিক্ষকের অভাবই নয়, দেশের অন্যতম বৃহৎ এই শিক্ষায়তনে শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রাককালে ক্লাস বন্ধ রাখা হয়। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিলসহ আসবাবপত্রও কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত বি,এ পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার সময় বাইরে থেকে বেঞ্চ আনতে হয়।

লাইব্রেরীতে বইয়ের অভাব

কলেজের লাইব্রেরী এবং যে সমস্ত বিষয়ে স্নাতক সম্মান কোর্স আছে সে সমস্ত বিভাগীয় সেমিনারে প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাবে শিক্ষার্থীদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে যে, অল্প বই রয়েছে তার অধিকাংশ শিক্ষকরা নিজেদের কাছে রেখেছেন, মাসের পর মাস চলে গেলেও সেগুলো ফেরত না দেয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া লাইব্রেরী এবং সেমিনার থেকে ঘন ঘন বই উধাও হবার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আবাসিক সংকট

কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই কলেজের ছাত্র ছাত্রী নিবাসে স্থান পাচ্ছে না। কারণ সিট সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কলেজের একটি ছাত্রী নিবাস এবং দুটো ছাত্র-নিবাসে সিট সংখ্যা প্রায় পৌনে তিন শ'। অথচ এ তিনটি ছাত্র-ছাত্রী নিবাসে বসবাসকারীর সংখ্যা প্রায় ন'শ'। অনেকেই ডাবলিং, ট্রিপলিং এবং ফ্লোরিং করছে।

যানবাহন সমস্যা

সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বেশীর ভাগ ছাত্রই প্রতিদিন সড়কপথে যাতায়াত করে থাকে। কলেজের নিজস্ব বাস না থাকায় শিক্ষার্থীদের অসুবিধা বেড়ে গেছে। এর আগে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই কলেজকে একটি বাস দেন। 'উপহার' নামক এই বাসটিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে যাত্রী পরিবহণ কাজে লাগিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে এটি অচল হয়ে আছে।